কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৯তম বর্ষ ❑ ১১তম সংখ্যা ❑ ফাল্গুন-১৪৩২, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলাতে বোরো ধান ... ২

নেত্রকোনায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বাড়ানোর উপর ... ৩

বরিশালে কৃষি বিভাগের আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত ... ৪

রাজশাহীতে মাশরুমের চাষ সম্প্রসরণে আঞ্চলিক কর্মশালা ... ৫

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে কৃষক কার্ড বিষয়ক বৈঠক অনুষ্ঠিত

১৫ মার্চ, ২০২৬, বেলা ১১টায় বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয়ে কৃষক কার্ড বিষয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী আমিন উর রশীদ ও প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু।

এ বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ এবং স্থানীয় সরকার, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমসহ আরো অনেকে।

আগামী পহেলা বৈশাখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কৃষক কার্ড বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বলেও জানান আতিকুর রহমান রুমন। -বাসস

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে কৃষক কার্ড বিষয়ক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে

কৃষিমন্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

কৃষি মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ কৃষির সম্ভাবনাময় দিকগুলো তুলে ধরে টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার উপর গুরুত্বারোপ করেন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ মহোদয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কুমিল্লার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে কৃষি সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভা

কৃষি খাতের চলমান কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের সাথে কৃষি সচিবের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় কৃষি খাতের চলমান কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় কৃষি সচিব সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার কার্যক্রম এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ধামরাইয়ে কৃষিতে তরুণ উদ্যোক্তাদের করণীয় ও সম্ভাবনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজিত

প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমান

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকার উদ্যোগে কৃষিতে তরুণ উদ্যোক্তাদের করণীয় ও সম্ভাবনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে। ২৪/০২/২০২৬ মঙ্গলবার প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন বর্তমান সময়ে কৃষিখাত বহুমাত্রিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, জলবায়ু সহনশীল চাষাবাদ এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি তরুণদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন সঠিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন ছাড়া টেকসই সাফল্য সম্ভব নয়। এ ধরনের প্রশিক্ষণ তরুণদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পরিকল্পিত বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এসময় তিনি কৃষকদের সঠিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিভিন্ন-উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে অবগত করেন এবং কৃষি কল সেন্টার নাম্বার ১৬১২৩ এ কল করে কৃষিবিষয়ক যেকোনো পরামর্শ নিতে উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ধামরাই এর সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ডঃ সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীন, সহযোগী অধ্যাপক, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মোছাঃ শামীমা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার (এল আর), গ্যাপ ইউনিট, সরেজমিন উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা, মোঃ আরিফুর রহমান, উপজেলা কৃষি অফিসার, ধামরাই, ঢাকা। এ সময় কৃষকদের খামারি অ্যাপের ব্যবহার, বালাইনাশক পরিচিতি ও রোগ দমন ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ সবজি উৎপাদনে গ্যাপ বাস্তবায়নের কৌশল ও কৃষি পণ্য রপ্তানি প্রক্রিয়া ও ডকুমেন্টেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন সাবরিনা আফরোজ, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা অঞ্চল। প্রশিক্ষণে ধামরাই উপজেলার ৩০ জন কৃষি উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

-সাবরিনা আফরোজ, কৃতসা, ঢাকা

কৃষিবিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন
১৬১২৩ নম্বরে
সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত
(শুক্রবার, শনিবার ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত)

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলাতে বোরো ধান চাষে বাস্তবায়িত হচ্ছে এডব্লিউডি পদ্ধতি

রাজশাহীর গোদাগাড়ীর রাজাবাড়ি হাট ইউনিয়নের রাজিরপুর ব্লকে এডাব্লিউডি এর মাধ্যমে চাষকৃত বোরো ধান ক্ষেত পরিদর্শন করছেন ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় চীফ সাইন্টিফিক অফিসার (সিএসও) এবং প্রধান ড. মোহাম্মদ

রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির সংকট রয়েছে। পানি সংকটময় বরেন্দ্র অঞ্চলে বোরো ধান চাষে যদি পানি কম ব্যবহার করে ধান চাষ করা যায় তাহলে পানির অপচয় হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং সেচ খরচ কম হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র (ব্রি) আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী এর সহযোগিতায় দক্ষ সেচপ্রযুক্তি (AWD) এর মাধ্যমে ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল জাতের ব্রি ধান১০৪ ও ব্রি ধান১০৫ বোরো মৌসুমে (২০২৫-২৬) গোদাগাড়ী উপজেলার নাজিরপুর গ্রামে ২৫ জানুয়ারি রোপণ করা হয়। কৃষক মোঃ শফিকুল ইসলাম ও মোঃ আলাউদ্দীন বলেন, বোরো ধান এখন পর্যন্ত খুব ভালো অবস্থায় আছে। ফলন ভালো হবে বলে তারা আশাবাদী। আগামীতে এ প্রযুক্তিতে নিজে ধান চাষ করবে এবং অন্য চাষিদের উৎসাহিত করবেন। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজাবাড়ি হাট ইউনিয়নের নাজিরপুর ব্লকে চাষকৃত বোরো ধান ক্ষেত পরিদর্শন শেষে ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার (সিএসও) এবং প্রধান ড. মোহাম্মদ হোসেন জানান, AWD (Alternate Wetting and Drying) হলো এমন একটি সেচপ্রযুক্তি যেখানে ধানের জমিতে সারাক্ষণ পানি জমিয়ে না রেখে নির্দিষ্ট সময় পরপর শুকানো ও ভেজানোর মাধ্যেমে সেচ দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতি বাংলাদেশে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে (ব্রি) এর গবেষণার মাধ্যমে, বিশেষ করে বোরো মৌসুমে। এ পদ্ধতি জমিতে ৫ সেমি পর্যন্ত পানি রাখা হয়। পরে পানি শুকিয়ে গেলে (মাটির ১৫ সেমি নিচে পানির স্তর নেমে গেলে) আবার সেচ দেওয়া হয়। জমিতে একটি ছিদ্রযুক্ত পাইপ বসিয়ে পানির স্তর মাপা হয়। প্রতি বিঘায় ২টি পাইপ ১৫ শতক পরপর বসাতে হয়। প্রথমদিকে ১টি পাইপে খরচ ১৫০ টাকা হলেও, এই পাইপ ৬-৭ বছর আনায়েসে ব্যবহার করা যায়।

চারা রোপণের পর প্রথম ২-৩ সপ্তাহ জমিতে হালকা পানি রাখা জরুরি। এরপর AWD পদ্ধতি শুরু করতে হয়। ফুল আসার সময় জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে। ধান পাকতে শুরু করলে জমি শুকিয়ে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে ২৫-৩০% পর্যন্ত পানি সাশ্রয় হয়। তিনি আরো জানান, গবেষণায় দেখা গেছে শুকনা ও ভিজানো (AWD) পদ্ধতিতে সারের কার্যকারিতা বাড়ে ও সেচ কম লাগার ফলে ৮-৯শত টাকা প্রতি বিঘায় লাভ হয়।

পরিদর্শনে আরো উপস্থিত ছিলেন নিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার (এসএসও) ড. মোঃ হান্নান আলী, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষিবিদ মোছাঃ ফরিদা ইয়াছমিন। উক্ত প্রদর্শনী বাস্তবায়নে সহযোগিতায় রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী এবং অর্থায়নে রয়েছে পার্টনার প্রকল্প।

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

সুজানগরে মৌরি ফসলের মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক, উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা

মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় মৌরি ফসলের মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাবনার সুজানগর উপজেলার সাগরকান্দিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পাবনা'র উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মোঃ রাফিউল ইসলাম। উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা মোঃ সাইদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সম্পা রানী।

মাঠ দিবস এবং কারিগরি আলোচনায় বক্তারা বলেন, মৌরি একটি মূল্যবান মসলা ও ঔষধি ফসল, যা হজমশক্তি বৃদ্ধি, পেটফাঁপা কমানো এবং নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করতে অত্যন্ত কার্যকর। এটি রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে, দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কাঁচা কাঁঠালের অপার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা

বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। পুষ্টিগুণে ভরপুর সেই কারণে এটি ফলের মধ্যে গুণের রাজা হিসেবে স্বীকৃত। কাঁঠালে আছে অধিক পরিমাণে আমিষ, শর্করা, বিভিন্ন ভিটামিন যা মানব দেহের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পুষ্টিবিদদের মতে, কাঁঠালে আছে সাপোনিন ফ্লেবোনয়েড এবং ট্যানিন এই ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে রক্ষা করে। যেমন-হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিবেদনে লক্ষ করা যায়, দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ মেট্রিক টন কাঁঠাল উৎপাদন হয়ে থাকে এবং উৎপাদিত কাঁঠালের শতকরা ২৫ থেকে ৪৫ ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে নষ্ট হয়। এ অপচয়ের পরিমাণ টাকার অঙ্কে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার উপরে।

ড. মো. গোলাম ফেরদৌস চৌধুরী, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ, বারি, গাজিপুর

নেত্রকোনায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ তৌফিক আহমদ খান বলেছেন নেত্রকোনায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বাড়াতে হবে। কৃষির সঙ্গে জড়িত সবাইকে আরো ভালোভাবে কাজ করতে হবে। আমরা ছোট বেলায় দেখেছি আমাদের এলাকায় বোরো ধানের পাশাপাশি আউশের আবাদ করা হতো। কিন্তু এখন আউশের আবাদ কমে গেছে। সেই আউশ এখন ৩ নম্বরে এসেছে। এ থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হবে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার নেত্রকোনা জেলায় বোরো ধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিবিদ তৌফিক আহমেদ খান এসব কথা বলেন। নেত্রকোনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি হল রুমে দিনব্যাপী এ কর্মশালায় নেত্রকোনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তররের জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. চন্দন কুমার মহাপাত্রর সভাপতিত্বে কর্মশালা উদ্বোধন করেন কৃষিবিদ তৌফিক আহমদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিরড়া বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. মোস্তফা কামাল। এ সময় তিনি ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে ভিডিও উপস্থাপনের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত তুলে ধরেন।

কর্মশালায় অন্যদের মাঝে বক্তব্য দেন উপ-পরিচালক (বীজ উৎপাদন) কৃষিবিদ মো. শহীদুল ইসলাম, সরজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, ময়মনসিংহের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নার্গিস সুলতানা, বারটানের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আলতাব-উন-নাহার, নেত্রকোনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) মো. রকিবুল ইসলাম প্রমুখ। কর্মশালায় জেলার ১০ উপজেলার কৃষক, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও নার্সভূক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের এলাকায় কৃষিবিষয়ে মাঠ পর্যায়ের সমস্যা এবং সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ তৌফিক আহমদসহ বিশেষ অতিথিবৃন্দ

-সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা উপজেলা কৃষি অফিস কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় কৃষিবিদ ইয়াসমিন সুলতানা, উপজেলা কৃষি অফিসার, মহেশপুর, ঝিনাইদহ এর সভাপতিত্বে “যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ” প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব রবিউল ইসলাম।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মোঃ কামরুজ্জামান, উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ। তিনি বক্তব্যে জানান ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্য বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক করতে এবং জনসাধারণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

কর্মশালাটিতে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব আনিসুজ্জামান খান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ। উক্ত কর্মশালায় ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর উপজেলার কৃষি অফিসার ও ১৬ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, মহেশপুর উপজেলা কৃষি অফিসের ২৯ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ২০ জন কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ণ কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

মোঃ আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা

বরিশালে কৃষি বিভাগের আঞ্চলিক সভা অনুষ্ঠিত

মাসিক সভায় সভপতির বক্তব্য রাখছেন ডিএই বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম শিকদার

বরিশালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) আঞ্চলিক সভা ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরীর খামারবাড়িতে এই সভার আয়োজন করা হয়। ডিএই বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম শিকদারের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই ভোলার উপপরিচালক মো. খায়রুল ইসলাম মল্লিক, সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার এস এম বদরুল আলম, বরিশালের উপরিচালক মোসাম্মৎ মরিয়ম, বরগুনার উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, পটুয়াখালীর উপপরিচালক ড. মোহাম্মদ আমানুল ইসলাম, ঝালকাঠির উপপরিচালক মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, ডিএই আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্যান বিশেষজ্ঞ জি এম এম কবীর খান, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক প্রমুখ।

সভায় চলতি মৌসুমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে যা যা করণীয় তা বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে ফলো-আপ বাড়ানোর তাগিদ দেন অতিরিক্ত পরিচালক। তিনি কৃষি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরির আহবান জানান। এ ছাড়া শস্য আবাদে সফলতার জন্য বরিশাল অঞ্চলের ১০ জন কৃষককে পুরস্কৃত করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ডিএই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের ১৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

-নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সুজানগরে মৌরি ফসলের মাঠ দিবস ও কারিগরি

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

এবং শরীরের টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও এটি একটি লাভজনক সাথী ফসল, যা কৃষকদের বিকল্প আয়ের পথ দেখায়। মৌরি গাছের পাতা, কাণ্ড এবং বীজ সবই ব্যবহারযোগ্য, যা একে একটি বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ ফসলে পরিণত করেছে। মুড়িকাটা পেঁয়াজের সাথে মৌরি চাষ একটি লাভজনক আন্তঃফসল পদ্ধতি, যা কম সময়ে একই জমি থেকে দ্বিগুণ আয় নিশ্চিত করে। পেঁয়াজের সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা মৌরি গাছের দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। পলি-দোআঁশ মাটিতে পেঁয়াজের মাঝে সুনির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে উভয় ফসল উৎপাদন করা যায়। বক্তাগণ মুড়ি কাটা পেঁয়াজ জমিতে সাথী ফসল হিসেবে বারি মৌরি-১ চাষ করার পরামর্শ প্রদান ও চাষাবাদ প্রযুক্তির বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ সময় অনুষ্ঠানে দেড় শতাধিক কৃষক-কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

মোঃ গোলাম আরিফ, কৃষি তথ্য সার্ভিস, পাবনা

AisTube
‘এআইএস টিউব’

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় কৃষি কার্ড কার্যক্রম পরিদর্শনে অতিরিক্ত সচিব

টেকনাফের কৃষি কার্ড কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিদর্শন ও কৃষকদের সাথে মতবিনিময়কালে অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান

পহেলা বৈশাখ ১৪ এপ্রিল পরীক্ষামূলকভাবে 'কৃষক কার্ড' বিতরণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মাহমুদুর রহমান। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার রাজারছড়া ব্লকে ২৩ মার্চ দুপুরে মাঠ পর্যায়ে কৃষকের কাছে গিয়ে এ কার্যক্রমের তদারকি করেন এবং কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন অতিরিক্ত সচিব মহোদয়। এসময় তিনি জানান, 'কৃষক কার্ড কেবল একটি পরিচয়পত্র নয়, এটি দেশের প্রতিটি কৃষকের ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রতীক হবে।' এই কার্ডের মাধ্যমে কৃষকেরা ধাপে ধাপে বিভিন্ন সরকারি সেবা লাভ করবেন। এর আওতায় কৃষকেরা ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ, সরকারি ভর্তুকি, সহজ শর্তে কৃষিঋণ এবং কৃষি বীমার মতো অত্যাবশ্যকীয় সুবিধা পাবেন।

শুধু শস্য উৎপাদনকারী কৃষকই নয়, বরং মৎস্য চাষী ও প্রাণিসম্পদ খামারিদেরও এই কার্ডের আওতায় আনা হবে। এ ছাড়াও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কৃষকেরা আবহাওয়া, বাজার তথ্য এবং ফসলের রোগবালাই দমনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

টেকনাফের কৃষি কার্ড কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিদর্শন ও মতবিনিময়ের সময় অতিরিক্ত সচিবের সাথে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কক্সবাজার জেলার উপরিচালক ড. বিমল কুমার প্রামানিক, টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ইমামুল হাফিজ নাদিম, উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ হুমায়ূন কবির, উপসহকারি কৃষি অফিসার ও অত্র এলাকার কৃষক/কৃষাণী বৃন্দ।

-মোঃ লোকমান হাকিম, কৃতসা, কক্সবাজার

সার সাশ্রয় এবং অধিক ফলন
প্রাপ্তির আধুনিক প্রযুক্তি
"খামারি"
মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করুন

রাজশাহীতে মাশরুমের চাষ সম্প্রসারণে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় বক্তব্য মাশরুম চাষ ও ব্যবহারে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের উপর গুরুত্বারোপ করেন

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ০৫ই মার্চ ২০২৬ উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মোঃ হযরত আলী পরিচালক, হর্টিকালচার উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মোঃ মোতালেব হোসেন আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি রাজশাহী অঞ্চল রাজশাহী, কৃষিবিদ ড. মোঃ ইয়াছিন আলী উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কৃষিবিদ ড. মোছাঃ আকতার জাহান কাঁকন প্রকল্প পরিচালক, মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ আজিজুর রহমান অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।

কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ও প্রকল্প পরিচালক ড. মোছাঃ আকতার জাহান কাঁকন। তিনি বলেন, মাশরুম হালাল সবজি এবং মাশরুম দ্বারা তৈরি খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু। মাশরুম ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মাশরুমে প্রচুর প্রোটিন পাওয়া যায়, এ ছাড়া খনিজ পদার্থ, ফাইবারসহ ভিটামিন বি এবং ডি এর প্রধান উৎস। মাশরুম চাষ এবং রকমারি খাবার তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির করা সম্ভব। তিনি তাঁর আলোচনায় উপস্থিত অংশীজনদের মাশরুম চাষ ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার অনুরোধ জানান।

কর্মশালার প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানুষের কার্বোহাইড্রেট নিয়ন্ত্রণ ও প্রোটিনের চাহিদা পূরণে মাশরুমের খাওয়া অপরিহার্য। মাশরুম অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। এটি কম ক্যালোরিযুক্ত খাবার হওয়ায় ওজন ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তিনি আরো বলেন, মাশরুম অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। মাশরুম চাষের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব। তিনি বলেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে মাশরুম চাষ ও বিপণন সম্পর্কে যেসমস্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে তা কাজে লাগিয়ে দারিদ্র হ্রাসকরণে ভূমিকা রাখা এবং উপস্থিত কর্মকর্তাদের কৃষকের পাশে থেকে সর্বাত্বক সহযোগিতার অনুরোধ জানান।

সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, মাশরুম একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ও সম্ভবনাময় খাবার। মাশরুম চাষ ও ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনের সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখার অনুরোধ জানান।

কর্মশালায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রধান ও প্রতিনিধি, মাশরুম চাষি, সাংবাদিকসহ মোট ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

-মোঃ দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, খামারবাড়ি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের আন্তঃবিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত

মাসিক বিভাগীয় সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অতিরিক্ত পরিচালক ডিএই, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধীন দপ্তর সংস্থা সমূহের বিভাগীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম। তিনি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান, পরে তিনি বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক দপ্তর সংস্থার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করতে হবে, চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে। কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টিরেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। জেলাসমূহের বোরো ধানের কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে হবে হর্টিকালচার সমূহের বীজ ও চারা উৎপাদন সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে; কৃষি তথ্য সার্ভিস এর কার্যক্রম আরো বেগবান করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধীন পাঁচ জেলার উপপরিচালকগণ; সমুদ্র বন্দর বিমান বন্দর ও স্থল বন্দরের উপপরিচালকগণ; হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালকগণ; বিভিন্ন প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার ও কৃষি তথ্য সার্ভিস চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা, কৃষিবিদ সুলতানা রাজিয়া উপস্থিত ছিলেন। **-সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম**

কৃষিমন্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের মত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুঃ রেজা হাসানের সভাপতিত্বে সার্কিট হাউজ, কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ। তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর প্রধানগণের কাছ থেকে উন্নয়ন অগ্রগতি এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে অবহিত হন। এরপর উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী মহোদয় বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ঢেলে সাজাবে। কৃষির সম্ভাবনাময় দিকগুলোকে শনাক্ত করে টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন থেকে গোমতী নদীর চরে এক ইঞ্চি মাটিও কাটা যাবে না বলে জেলা প্রশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দেশনা দিয়েছেন। গোমতী নদীর চরের মাটি অত্যন্ত পলিযুক্ত হওয়ায় এখানে কৃষকরা যেকোন ফসলের অধিক পরিমান ফলন পেয়ে থাকেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কুমিল্লা জেলার পুলিশ সুপার, জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান, পিপিএম-সেবা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা অঞ্চলের কার্যক্রম, অগ্রগতি, সাফল্য ও নানা সমস্যা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ মোঃ আজিজুর রহমান।

-মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মাশরুম চাষের মাঠ দিবস আয়োজিত

মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের অধীনে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ডঃ সালমা লাইজু, পরিচালক, ক্রপস উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা। সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ ড. মোঃ সাদিকুর রহমান, উপপরিচালক, ডিএই, কিশোরগঞ্জ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে কৃষিবিদ ড. মফিজুল ইসলাম, উপপরিচালক হর্টিকালচার সেন্টার, গাইটাল, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষক-কৃষাণীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মাঠ দিবসে মাশরুম চাষের সম্প্রসারণ এবং এর পুষ্টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন বর্তমান সময়ে কৃষিকে লাভবান ও আধুনিক করতে হলে আমাদের নতুন নতুন প্রযুক্তি ও সম্ভাবনাময় কৃষি উদ্যোগের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। মাশরুম চাষ তেমনই একটি সম্ভাবনাময় জাত। অল্প জায়গায়, অল্প পুষ্টিতে এবং স্বল্প সময়ে উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় এটি তরুণ ও নারীদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী একটি কৃষি উদ্যোগ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মোঃ

প্রকল্পের আয়োজিত মাঠ দিবসে বক্তারা মাশরুমের সম্ভাবনাময় দিকগুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন

সাদিকুর রহমান জানান আমাদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতার জন্য খাদ্যাভাসের পরিবর্তন প্রয়োজন। মাশরুম স্বল্পমূল্যের বিধায় আমাদের খাদ্যাভাসে নিয়ে আসা সহজ। তিনি আরো বলেন মাশরুমে প্রধানত ব্লাড প্রেশার এবং ডায়বেটিস এই দুটি রোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যতগুলো উপাদান থাকা দরকার সবগুলো উপাদানই আছে। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় মাশরুম রাখার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন।

-কামরুন্নাহার, কৃতসা, ঢাকা

বিশ্বম্ভরপুরে উত্তম কৃষি চর্চা সার্টিফিকেশন কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. ওমর ফারুক কৃষাণীকে সার্টিফিকেট করছেন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ এ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) প্রকল্পের আওতায় উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) বাস্তবায়নের জন্য কৃষক পর্যায়ে দিনব্যাপী উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) সার্টিফিকেশন এর ওপর কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ।

উক্ত প্রশিক্ষণে বিশ্বম্ভরপুরের উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো.আসাদুজ্জামান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সুনামগঞ্জ জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. ওমর ফারুক। তিনি দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে তিনি বলেন-টেকসই ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্যের মান এবং নিরাপত্তার প্রতি ভোক্তাদের আস্থা তৈরি করতে হবে। তিনি কৃষকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য উত্তম কৃষি চর্চার ধাপসমূহ প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফল ও সবজি উৎপাদন করার জন্য উপস্থিত কৃষক-কৃষণীদের আহ্বান জানান। প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. নজিবুল্লাহ আকন্দ। এছাড়াও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. আল-আমিন এবং মো. নাসির উদ্দিন।

দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন ব্লকের কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে কৃষক-কৃষণীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

-মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

অতিরিক্ত পরিচালকের চর এলাকায় পলিসেডে চারা উৎপাদন পরিদর্শন ও মতবিনিময়

পলিসেড হাউস পরিদর্শন করছেন কৃষিবিদ ড. মোঃ জামাল উদ্দীন, অতিরিক্ত পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

বাংলাদেশের চর এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পলিসেড হাউস পরিদর্শন ও স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের অতিরিক্ত পরিচালক (মনিটরিং ও বাস্তবায়ন) কৃষিবিদ ড. মোঃ জামাল উদ্দীন । গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পাবনা সদর উপজেলায় শানির দিয়াড় গ্রামে তিনি পলিসেড উৎপাদিত বিভিন্ন রকম উচ্চমূল্যের সবজি, ফল, ফুল ও মসলা ফসলের চারা ঘুরে দেখেন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। এসময় তিনি স্থানীয় কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, পলিসেডে চারা উৎপাদন একটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও নিরাপদ পদ্ধতি। যেখানে বিশেষ পলিথিন, বাঁশ ও কাঠের কাঠামো ব্যবহার করে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে সারা বছর উচ্চমানের চারা তৈরি করা যায়। এখানে মাটির পরিবর্তে ট্রে-তে কোকোপিট, ভার্মিকম্পোস্ট ও অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। যা চারাকে দ্রুত ও সবল করে এবং খরা, অতিবৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে চারাকে রক্ষা করে। তিনি আরো বলেন, পলিসেড অতিরিক্ত রোদবৃষ্টি এবং ঠাণ্ডা থেকে চারাকে রক্ষা করে। পলি ও জাল থাকার কারণে ক্ষতিকর পোকা ও রোগবালাই কম হয় ফলে কীটনাশক প্রায় লাগে না।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ মোঃ রাফিউল ইসলাম; পাবনা সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জাকিরুল ইসলাম; কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ শৈলেন কুমার পাল; উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মিরাজ উদ্দিন ও মোঃ হুমায়ুন কবির খানসহ স্থানীয় কৃষকবৃন্দ।

মতবিনিময়কালে কৃষকরা জানান শানির দিয়াড় পাবনা সদর উপজেলার একটি চর এলাকা। এ এলাকার মাটিতে বালির পরিমাণ ও তাপমাত্রা বেশি। এখানে চারা উৎপাদন অনেক কষ্টের। চর এলাকায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পলিসেড হাউস মাত্র ৫ শতাংশের হলেও আমাদের আশার আলো দেখিয়েছে। ট্রে তে বা সরাসরি পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হয় যা স্থানান্তরের সময় শিকড়ের ক্ষতি কমায়। এখান থেকে উৎপাদিত চারা সুস্থ হওয়ায় জমিতে রোপণের পর ভালো ফলন পাওয়া যায়।

-মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার সাথে কৃষি সচিব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কে অবহিত হন এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, কৃষকবান্ধব সেবা জোরদার এবং মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মতামত উপস্থাপন করেন। সভায় কৃষি খাতের উন্নয়নকে টেকসই ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি তথ্য বার্তা

৪৯তম বর্ষ ❑ এগারতম সংখ্যা

❑ ফাল্গুন-১৪৩২ বঙ্গাব্দ; ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

কৃষিমন্ত্রীর সাথে জাতিসংঘের কৃষি ও সংস্থার প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ এর সাথে সচিবালয়স্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে জাতিসংঘের কৃষি ও সংস্থার প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) প্রতিনিধি ড. জিয়াওকুন শি (Dr. Jiaoqun Shi)। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের কৃষি, মৎস ও প্রাণিসম্পদ খাতে অগ্রগতি ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়। শুরুতে মন্ত্রী প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান।

প্রতিনিধিদলের প্রধান সংস্থাটির মহাপরিচালকের পক্ষে মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা বার্তা হস্তান্তর করেন এবং অভিনন্দন জানান। সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী দেশের কৃষিখাত নিয়ে বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারে থাকা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি পণ্য প্রক্রিজাতকরণ, রপ্তানী, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভিত মজবুতকরণে এফএও এর যেকোণ সহযোগিতাকে স্বাগত জানাবেন বলে মন্ত্রী প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন। ড. শি তাঁর সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রীকে অবহিত করেন। কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য চাষে তাঁর সংস্থা কাজ করছে বলে জানান।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব রফিকুল ই মোহামেদ উপস্থিত ছিলেন।

-মোহাম্মদ জাকির হোসেন
সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদের সাথে তাঁর অফিস কক্ষে প্রতিনিধি দলের প্রধান ড. জিয়াওকুন শি

কৃষি মন্ত্রীর সাথে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কৃষি খাতে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য আরো সুদৃঢ় করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন

২ মার্চ ২০২৬ কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ এর সাথে সচিবালয়স্থ অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে কৃষি, প্রাণিসম্পদ, পারস্পরিক আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য বিষয়ে আলোকপাত হয়।

শুরুতে কৃষি মন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দীর্ঘ সময়ের বন্ধু ও উন্নয়ন অংশীদার। উভয় দেশের মধ্যে খুবই চমৎকার সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে আরও বেগবান করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি প্রযুক্তিসহ সহযোগিতার মনোভাবকে বাংলাদেশ স্বাগত জানায়।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত নবনিযুক্ত মন্ত্রীকে অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, তাঁর দেশ কৃষিখাতে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য আরও সুদৃঢ় করতে আগ্রহী। মন্ত্রীও এ বিষয় নিয়ে কাজ করার বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

-মোহাম্মদ জাকির হোসেন
সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

১৫ই মার্চ রাজধানীর খামারবাড়িতে অবস্থিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ সকাল ৯টায় পরিদর্শনে আসেন। এ সময় তিনি মহাপরিচালকের কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে কৃষক কার্ড চালু ও এর কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ সময় কৃষকদের সুবিধা বৃদ্ধি এবং কৃষি সেবাকে আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কৃষক কার্ডের কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব রফিকুল ই মোহামেদ, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুল রহিম, বিভিন্ন উইংয়ের পরিচালকবৃন্দ এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

সম্পাদক : কৃষিবিদ রূপালী সাহা (অদা.), সহ. সম্পাদক : কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd